মহান অক্টোবর বিপ্লব কালে লড়াকু নারীরা

আলেক্সান্ড্রা কোলনতাই

[আলেক্সান্ড্রা কোলনতাইয়ের Women Fighters in the Days of the Great October Revolution লেখাটি সর্বজনকথার জন্য বাংলা অনুবাদ করেছেন তাসলিমা আখ্‌তার। মূল লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় জেহনস্কি জার্নাল (দ্য উম্যান জার্নাল), নং-১১, নভেম্বর, ১৯২৭, পৃষ্ঠা ২-৩ এ। আলেক্সান্ড্রা কোলনতাই : সিলেক্টেড আর্টিকলস অ্যান্ড স্পিচেস, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৮৪ থেকে marxists.org এর জন্য ট্রান্সক্রাইব করেছেন স্যালি রাইয়ান।]

যে নারীরা মহান অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, তাঁরা কারা? কিছু বিচ্ছিন্ন 'ব্যক্তি' বিশেষ? না, তাঁদের পেছনে ছিল সংগঠিত শক্তি; সোভিয়েতের লাল পতাকা এবং শ্লোগানের পেছনে নাম-না-জানা সেই শতে শতে হাজারে হাজারে বীর নারীরা, যারা জারের ধর্মীয় শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে এক নতুন ভবিষ্যতের লক্ষ্যে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে লড়াইয়ের ময়দানে সমান তালে হাজির ছিল।

যদি কেউ অতীতে ফিরে তাকায়, তাহলে দেখতে পাবে তাঁদের, দেখতে পাবে ওই নাম-না-জানা বীর নারীদের স্রোত। যাদের অক্টোবর (অক্টোবর বিপ্লব) খুঁজে পেয়েছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত শহরে কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রামে, তাঁরা কেউ তরুণ, কেউ বৃদ্ধ; কেউ নারী শ্রমিক; সৈন্যদের স্ত্রী কেউ বা কৃষক নারী অথবা গৃহিণী।...ওই শ্রমজীবী বঞ্চিতদের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তির মতো শহরগুলোতে কারো মাথায় থাকত একটা স্কার্ফ (লাল স্কার্ফ পরা কাউকে ওই সময়ে খুব কমই দেখা যেত), পরনে পুরনো স্কার্ট আর জোড়াতালি দেয়া শীতের জ্যাকেট। ওই সময়গুলোতে অফিস কর্মচারী, পেশাজীবী-শিক্ষিত-'ভদ্দরলোক' 'সভ্য' 'সংস্কৃতিবান' শ্রেণীর নারীদের যুক্ততা একেবারেই চোখে পড়ত না। কিন্তু আবার ওই একই সময়ে ওই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্য থেকে আসা কিছু শিক্ষক, অফিস কর্মকর্তা, হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী ও নারী চিকিৎসক অক্টোবরের লাল পতাকাতলে বিজয় পর্যন্তই ছিল। তাঁরা যুক্ত হয়েছিল নিঃস্বার্থভাবে, উদ্দীপনা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই। নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় কাজে যেতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার প্রয়োজনীয়তা হতো, তাহলে তাঁরা সৈন্যদের টুপি পরে লাল বাহিনীর সৈন্য বনে যেতেন। যদি তাঁদের কারো হাতে লাল ব্যান্ড বাঁধা থাকত, তার মানে ছিল, তাঁরা খুব দ্রুততার সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ছুটে যাচ্ছেন গাটচেনিয়ার কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে লড়াকু লাল বাহিনীকে সাহায্য করতে। তাঁরা সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগ-সংযোগের কাজও করতেন। প্রাণে ভরপুর অনুপ্রেরণা আর বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন এবং বিশ্বাস করে এও বলতেন, 'বিপ্লবের সেই বিশেষ মুহূর্ত সংগঠিত করার কাজে আমরা খুব ছোট অংশীদার।

যদি কেউ অতীতে ফিরে তাকায়, তাহলে দেখতে পাবে তাঁদের, দেখতে পাবে ওই নাম-না-জানা বীর নারীদের স্রোত। যাদের অক্টোবর (অক্টোবর বিপ্লব) খুঁজে পেয়েছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত শহরে কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রামে, তাঁরা কেউ তরুণ, কেউ বৃদ্ধ; কেউ নারী শ্রমিক; সৈন্যদের স্ত্রী কেউ বা কৃষক নারী অথবা গৃহিণী।...ওই শ্রমজীবী বঞ্চিতদের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তির মতো শহরগুলোতে কারো মাথায় থাকত একটা স্কার্ফ (লাল স্কার্ফ পরা কাউকে ওই সময়ে খুব কমই দেখা যেত), পরনে পুরনো স্কার্ট আর জোড়াতালি দেয়া শীতের জ্যাকেট।

ওই সময়ে গ্রামের কৃষক নারীরা (যাদের স্বামীদের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল) জোতদার-ভূমি মালিকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছিলেন এবং সমূলে উৎপাটন করেছিলেন ভূমি মালিকদের শত বছর জুড়ে শেকড়ে-বাকড়ে গেড়ে বসে থাকা অভিজাততন্ত্রের ভিত।

যখন কেউ অক্টোবরের (অক্টোবর বিপ্লবের) সময়ের নানা ঘটনা স্মরণ করবে, তখন তাঁদের মনে কোনো 'ব্যক্তি' বিশেষের নয়, বরং ভেসে উঠবে জনতারই প্রতিচ্ছবি। গণনা করা যায় না এমন জনতা, যেন এক বিরাট জনস্রোত, জনগণের মহাসমুদ্র। কিন্তু যেদিকেই কেউ তাকাক না কেন দেখবে নারীরা আছে মিছিলে, সমাবেশে, বিক্ষোভে...।

তাঁরা নিজেরা তখনও নিশ্চিত করে জানেন না আসলে কী চান তাঁরা, কিসের জন্য এত মরিয়া হয়ে লড়ছেন; কিন্তু তাঁরা একটা জিনিস জানতেন: তাঁরা আর যুদ্ধ চান না; চান না জোতদারদের আর পয়সাওয়ালা অভিজাতদের। ১৯১৭ সালে জনতার সেই বিশাল জনসমুদ্রে ছিল উত্থান-পতনের অবস্থা। আর সেই জনসমুদ্রের বড় অংশ তৈরি ছিল নারীদের দিয়ে।

কোনো একদিন নিশ্চয়ই ইতিবাসবিদরা বিপ্লবের সেই নাম-না-জানা বীর নারীদের ভূমিকা নিয়ে লিখবেন, যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন যুদ্ধে, শ্বেতাঙ্গদের গুলিতে এবং যারা বিপ্লবের পরে প্রথম কয়েক বছরে সহ্য করেছেন অসংখ্য সংকট আর বঞ্চনা। তার পরও তাঁরা অব্যাহতভাবে সোভিয়েত রাজ এবং সাম্যবাদের লাল পতাকা বহন করে গিয়েছিলেন।

টগবগে উৎসাহী তরুণ জনতা, এই নতুন প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তি নির্মাণের প্রস্তুতির সময় মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানায়, স্মরণ করে; স্বীকৃতি দেয় সেই নাম-না-জানা বীর নারীদের, যাঁরা মহান অক্টোবর বিপ্লবের সময় প্রাণ দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর নতুন জীবনকে জিতে আনবার জন্য।

যত যা-ই হোক এটা নিশ্চিত, আজ থেকে বহু বছর পর নারীদের সেই সমুদ্র থেকে মাথায় স্কার্ফ আর টুপি পরা সেই নারী চরিত্ররা বেরিয়ে আসবে, যাদের প্রতি ঐতিহাসিকরা বিশেষ মনোযোগ দেবেন। তখনই মনোযোগ দেবেন, যখন এই ঐতিহাসিকরা মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং এর নেতা লেনিনকে নিয়েও লিখবেন।

সেইসব নারী চরিত্রের মধ্যে একটি চরিত্র প্রথম বেরিয়ে আসবে, যিনি সব সময় সাদামাটা ধূসর রঙের জামা পরতেন আর সবার নজরের

আড়ালে থাকতে চাইতেন, যাঁর নাম নাদেজদা কনস্ট্যানটিনোভা ক্রুপস্কায়া, যিনি ছিলেন লেনিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তিনি কোনো সাড়াশব্দ না করে চুপচাপ একটা মিটিংয়ে ঢুকে কোনো একটা পিলারের পাশে নিজের জন্য জায়গা করে নিতেন। কিন্তু তিনি সব দেখতেন এবং শুনতেন, খেয়াল করতেন কোথায় কী ঘটছে, কে কী বলছে–সব। এসব তিনি করতেন, যাতে পরে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে একটা পুরো বিবরণী পর্যালোচনাসহ দিতে পারেন এবং যোগ করতে পারেন তাঁর নিজের মত, গুরুত্ব দিতে পারেন বিশেষ কিছুর ওপর, যা বাস্তব, যুক্তিসংগত, উপযোগী এবং কার্যকর চিন্তা তৈরিতে কাজে আসতে পারে।

ওই দিনগুলোতে 'সোভিয়েত ক্ষমতা জিততে পারবে কি পারবে না'–এই জরুরি প্রশ্নে তর্কবিতর্ক-সমালোচনার প্রচন্ড ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যাওয়া মিটিংগুলোতে নাদেজদা কনস্ট্যানটিনোভা ক্রুপস্কায়া তেমন কথা বলতেন না। কিন্তু ক্লান্তিহীনভাবে তিনি ভ্লাদিমির লেনিনের ডান হাত হিসেবে কাজ করতেন, মাঝে মাঝে পার্টির মিটিংগুলোতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো বক্তব্য রাখতেন। যখন কঠিন সমস্যা-সংকট আর বিপদের সময়, অনেক শক্ত মনের কমরেডও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন, কিংবা আচ্ছন্ন হয়েছেন দ্বিধায়; সেসব সময় নাদেজদা বরাবর একইরকম অবিচল ছিলেন। লক্ষ্যের যথার্থতা ও তাঁর নিশ্চিত সাফল্যের বিষয়ের ওপর পুরো ভরসা ছিল তাঁর। তিনি তাঁর অটল বিশ্বাস দ্যুতির মতো অন্যতেও সঞ্চারিত করতেন। তাঁর মনের জোর ও বিনয়ী স্বভাবের পেছনে লুকিয়ে থাকা আত্মবিশ্বাস সব সময় একটা উদ্দীপনা তৈরি করতো তাঁদের ওপর, যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের মহান নেতা লেনিনের সঙ্গী নাদেজদার সংস্পর্শে ছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মনোযোগের ভেতর দিয়ে আরেকটি চরিত্র বেরিয়ে আসবে, যিনি লেনিনের আরেকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী, আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করার কঠিন বছরগুলোতে তাঁরা দুজন খুবই কাছের কমরেড ছিলেন। তিনি ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ***ইয়েলেনা ডিমিট্রিয়েভনা স্ট্যাসোভা***, যাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, এক অসম্ভব সুশৃঙ্খল ও অসাধারণ কাজ করার ক্ষমতা এবং কাজের মানুষকে চিনতে পারার ক্ষমতা। তাঁর সকল মহিমাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রথমে দেখতে পাওয়া যেত ট্রভ্রিচেস্কি প্যালেসের সোভিয়েতে, তারপর স্কেসিনস্কায়ার ঘরে আর সব শেষে স্মোলনিতে। তাঁর হাতে সব সময় ধরা থাকত একটা নোট বুক, আর তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকত যুদ্ধ থেকে আসা কমরেড, শ্রমিক, লাল সৈনিক, নারী শ্রমিক, পার্টি ও সোভিয়েতের সদস্যরা, যারা তাঁর কাছ থেকে যখন-তখন একটি দ্রুত, স্পষ্ট উত্তর অথবা নির্দেশনা চাইত।

স্ট্যাসোভা বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু ওই ঝোড়ো সময়েও যদি কোনো কমরেডের সাহায্যের দরকার পড়ত, কিংবা কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকতেন তখন স্ট্যাসোভা সব সময় তাদের পাশে থাকতেন, তাঁদেরকে ওই সময়ের জন্য অল্প কথায় হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কাট কাট উত্তর দিতেন আর তাঁর পক্ষে যতদূর করা সম্ভব হতো তিনি তা করতেন। তিনি সব সময় ভীষণ কাজের চাপে ডুবে থাকতেন এবং নিজের কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। সব সময় কাজের দায়িত্বে থাকতেন, কিন্তু কখনোই নিজেকে জাহির করতে বা নিজেকে সামনের সারিতে ঠেলে দিতেন না। তিনি নিজেকে সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত করা পছন্দ করতেন না। তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিজের জন্য নয়, বরং আদর্শের জন্য ছিল। সাম্যবাদের মহান ও মূল্যবান আদর্শের জন্য ইয়েলেনা স্ট্যাসোভাকে নির্বাসনে এবং জারের জেলেও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। আর ওসবেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। আদর্শের জন্য তিনি ছিলেন পাথরের মতো কঠিন আর ইস্পাতের মতো দৃঢ়। কিন্তু তাঁর কমরেডদের দুরবস্থার সময় তিনি এমন এক কাছের মানুষ হয়ে সাড়া দিতেন, যা কেবল একজন মহান ও উষ্ণ হৃদয়ের নারীর মধ্যেই পাওয়া যেত।

> এটা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত সত্য যে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া অক্টোবর বিপ্লবের লাল পতাকা বিজয় অর্জন করতে পারত না। গৌরব হোক সেইসব শ্রমজীবী নারীর, যারা লাল পতাকার নিচে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল।

ক্লাভদিয়া নিকোলায়েভা ছিলেন খুব সাধারণ দরিদ্র পরিবারের একজন শ্রমিক। তিনি ১৯০৮ সালে বলশেভিকে যোগ দেন। প্রতিক্রিয়ার বছরগুলোতে নির্বাসন আর কারাজীবনে কঠিন সময় পার করেন তিনি। পরে ১৯১৭ সালে লেনিনগ্রাদে ফিরে আসেন এবং শ্রমিক নারীদের প্রথম পত্রিকা কমিউনিস্তকার-এর মূল ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি তখনও তরুণ; প্রাণে ভরপুর, তেজোদীপ্ত ও চঞ্চল। কিন্তু তিনি আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন। এবং দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে নারী শ্রমিক, সৈন্যদের স্ত্রী এবং কৃষক নারীদের অবশ্যই পার্টিতে টেনে নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলতেন, 'কাজ করুন, নারীরা! কাজ করুন, সোভিয়েত ও কমিউনিজম রক্ষার জন্য।' তিনি সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন, যদিও তখনও নিজের বিষয়ে কিছুটা নার্ভাস ও অনিশ্চিত ছিলেন, তাঁর পরও অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে আকৃষ্ট হতো। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁরা বিপ্লবের কাজে ব্যাপক নারীসমাজকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তুতির কাজে সকল ঝক্কিঝামেলা নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সেই একজন, যিনি একদিকে সোভিয়েত ও কমিউনিজম, অন্যদিকে নারী মুক্তি–লড়াইয়ের এ দুই ময়দানেই সক্রিয় ছিলেন।

ক্লাভদিয়া নিকোলায়েভা এবং কনকোরদিয়া স্যামোয়েলভিয়া (যিনি ১৯২১ সালে বিপ্লবী অবস্থানে থেকেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান)–এই দুজনের নামই অনেক গভীরভাবে জড়িয়ে আছে লেনিনগ্রাদে শ্রমিক নারীদের আন্দোলনে নেয়া প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপগুলোর সাথে, যেটা অস্বীকার করার জো নেই। কনকোরদিয়া স্যামোয়েলভিয়া ছিলেন অতুলনীয় নিঃস্বার্থ একজন পার্টিকর্মী, একজন চমৎকার বক্তা। তিনি জানতেন কিভাবে শ্রমিক নারীর মন জয় করতে হয়। যাঁরা কনকোরদিয়ার পাশে থেকে কাজ করেছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন তাঁকে মনে রাখবেন। তিনি স্বভাবের দিক দিয়ে খুব সাদাসিধে ধরনের ছিলেন, তেমনি পোশাকেও ছিলেন সাদাসিধে; কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি নিজের ও অন্য সবার বেলায়ই ছিলেন দৃঢ়, একই সাথে ছিলেন কঠোর।...

ইনেসা আরমান্দের বিনয়ী ও গুণী চরিত্র ছিল বিশেষভাবে নজর কাড়ার মতো, যাঁকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজে পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্য অনেক সৃষ্টিশীল ভাবনা হাজির করেছিলেন। তাঁর স্বভাবের সকল নারীসুলভতা এবং বিনয় নিয়েও ইনেসা আরমান্দ তাঁর বিশ্বাসে অটল ছিলেন। এবং যে বিষয়কে তিনি সঠিক মনে করতেন সে বিষয়ের পক্ষে লড়তে সক্ষম ছিলেন, এমনকি যখন কোনো দুর্দান্ত

প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতেন তখনও। বিপ্লবের পরে ইনেসা আরমান্দ নিজেকে নিবেদন করেছিলেন ব্যাপক নারী শ্রমিকদের বৃহত্তর আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে এবং প্রতিনিধি সম্মেলন তাঁরই তৈরি।

মস্কোতে অক্টোবর বিপ্লবের কঠিন ও চূড়ান্ত সময়ে ***ভারভারা নিকোলায়েভানার*** মধ্য দিয়ে অসংখ্য কাজ হয়েছিল। ব্যারিকেডের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পার্টির হেডকোয়ার্টার্সের নেতাদের মতোই দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। অনেক কমরেড বলতেন যে, ইনেসার দৃঢ়তা ও অবিচল সাহস দ্বিধাদ্বন্দ্বে ডুবে থাকাদের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার ঘটাত এবং যারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল তাঁদেরও সাহস জুগিয়েছিলেন 'বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন'–এই আহ্বানে।

যদি কেউ মহান অক্টোবর বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নারীদের কথা স্মরণ করে, তবে স্মৃতি থেকে ম্যাজিকের মতো একের পর এক ভেসে উঠবে বহু নারীর নাম ও প্রতিচ্ছবি। ভেরা সাটস্কায়া, যিনি বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন এবং পেত্রোগ্রাদের কাছে প্রথম রেড ফ্রন্টে কসাকদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, সেই ভেরা সাটস্কায়ার স্মৃতিতে শ্রদ্ধা না জানিয়ে কি আমরা আজ পারি?

আমরা কি তেজোদীপ্ত মেজাজের ইয়েভজেনিয়া বোসকে ভুলে যেতে পারি, যিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাঝেই মৃত্যুবরণ করেন, যিনি সব সময় যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন? ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জীবন ও কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকা দুই বোন ও নিকট সহযোদ্ধা কমরেড ***আন্না ইলিনিচনা*** ও ***মারিয়া ইলিনিচনা উলিয়ানোভারকের*** নাম না বলে কি আমরা থাকতে পারি?

...আর মস্কোর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কমরেড ভারিয়ারকে, যিনি সারাক্ষণ প্রাণে ভরপুর ও ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর কথা কি আমরা বাদ রাখতে পারি? আমরা কি ভুলতে পারি লেনিনগ্রাদের কাপড়ের কারখানার শ্রমিক ফিয়োদোরেভাকে? ভুলতে পারি ব্যারিকেডের সামনে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর (ফিয়োদোরেভার) উচ্ছ্বল হাসিমাখা এবং একেবারে ভয় না পাওয়া সেই সাহসী মুখ?

তাঁদের সকলের নামের তালিকা করা কিংবা কতজন নাম-না-জানা থেকে যাবে সেটা বলা অসম্ভব। অক্টোবর বিপ্লবের বীর নারীরা ছিল যেন গোটা এক সেনাবাহিনী। হয়তো তাঁদের নাম মনে থাকবে না, কিন্তু তাঁদের নিঃস্বার্থ জীবন বেঁচে আছে বিপ্লবের বিজয়ের মধ্যে, আজকের সময়ে সোভিয়েত নারীরা যা কিছু পেয়েছে এবং সাফল্য ভোগ করছে সেসবের মাঝে।

এটা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত সত্য যে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া অক্টোবর বিপ্লবের লাল পতাকা বিজয় অর্জন করতে পারত না। গৌরব হোক সেইসব শ্রমজীবী নারীর, যারা লাল পতাকার নিচে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। গৌরব হোক নারীদের মুক্ত করা অক্টোবর বিপ্লবের।

ইংরেজি লেখাটি পাওয়া যাবে এখানে :
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1927/fighters.htm

তাসলিমা আখ্‌তার: আলোকচিত্রশিল্পী, শ্রমিক ও নারী আন্দোলনের সংগঠক।
ইমেইল: taslima_74@yahoo.com